সমানভাবে নিরাপদ

সাংবাদিকদের নিরাপত্তার জন্য একটি নারীবাদী পন্থার দিকে

ARTICLE 19

কেস স্টাডি

বাংলাদেশ

আর্টিকেল ১৯ এমন এক বিশ্বের জন্য কাজ করে যেখানে সকলেই অবাধে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারবে এবং বৈষম্যের ভয় ছাড়াই সামাজিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আমরা দুইটি পরস্পর সংযুক্ত স্বাধীনতার মাধ্যমে তা করে থাকি যা আমাদের সকল কাজকর্মের ভিত্তি। মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে সকলের পক্ষে সব ধরনের উপায়ে মতামত, ভাবনা আর তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের পাশাপাশি ক্ষমতাধরদের মতের সঙ্গে অনৈক্য প্রকাশ ও তা নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকারের সাথেও সম্পর্কিত। জানার অধিকারের সঙ্গে স্বচ্ছতা, সুশাসন আর স্থায়ী উন্নয়নের জন্য ক্ষমতাধরদের কাছে তথ্য দাবি করার ও পাওয়ার অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। যখন ক্ষমতাধররা পর্যাপ্ত পরিমাণে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয় ও এই অধিকারগুলোর কোনো একটি হুমকির মুখে পড়ে, তখন আর্টিকেল ১৯-এ দ্বর্থহীনভাবে আইনি আদালত, বৈশ্বিক ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান আর নাগরিক সমাজের মাধ্যমে আমরা যারা যেখানে রয়েছি সেখানকার সর্বত্র প্রতিবাদ জানানোর কথা বলে।

আর্টিকেল ১৯, ২০২২ দ্বারা প্রথম প্রকাশিত

ডিজাইন	ড্যানিয়েলা ডমিংগুয়েজ
চিত্রায়ণ	মারিয়ানা কোয়ান
সব ছবি	শাটারস্টক

ARTICLE 19
c/o Sayer Vincent
Invicta House
108–114 Golden Lane
London EC1Y 0TL
UK
www.article19.org

সেন্টার ফর উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর ইউরোপিয়ান রিসার্চ কাউন্সিলের অনুদানভিত্তিক জেন্ডার পিস প্রজেক্টকে ধন্যবাদ।

©আর্টিকেল ১৯, ২০২২ (ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স ৩.০)

ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স ৩.০ সম্পর্কে: এই পাঠ্যটি Creative Commons Attribution-Non-Commercial-ShareAlike 3.0-এর আওতায় প্রদান করা হয়েছে। আপনি এই পাঠ্যের কপি নিম্নলিখিত শর্তে তৈরি, বিতরণ এবং এই কাজটি প্রদর্শন করতে ও তা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির কাজ তৈরি করতে পারবেন: ১) আর্টিকেলটি ১৯-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে; ২) কাজটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না; ৩) এই লাইসেন্সের অনুরূপ অন্য কোনো লাইসেন্সের অধীনে এই কাজটি থেকে উপলভ্য ভিন্ন প্রকৃতির কোন কাজ বিতরণ করা যাবে না। এই লাইসেন্সের সম্পূর্ণ আইনি বিবরণী দেখতে অনুগ্রহ করে এই ঠিকানাতে যান: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode

সূচিপত্র

5 স্বীকৃতি
6 এই প্রজেক্ট সম্পর্কে
7 1. ভূমিকা
7 দেশের পটভূমিকা: বাংলাদেশ
8 বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা
9 বাংলাদেশে বিদ্যমান সুরক্ষা প্রক্রিয়া
10 বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলন
13 2. কেস স্টাডি
13 ভূমিকা
14 *বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র* (Bangladesh Women Journalists Centre)
17 3. উপসংহার
18 উল্লেখ্য

স্বীকৃতি

এই গবেষণায় নিম্নোক্তদের ব্যাপক অবদান রয়েছে। আর্টিকেল ১৯ তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

প্রতিবেদনের লেখক

- নবনীতা চৌধুরী, লিঙ্গ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক ও সংবাদ বিশ্লেষক, বাংলাদেশ

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীগণ

- মাসুদা ভাট্টি, নির্বাহী সম্পাদক, আমাদের নতুন অর্থনীতি
- ড. কাবেরি গায়েন, অধ্যাপক, সাংবাদিকতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- নাসিমুন আরা হক, সভাপতি, বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র
- ফারহানা হক নিলা, সিনিয়র প্রতিবেদক, নিউজ নাউ বাংলা

প্রতিবেদনের ডিজাইন

- ডিজাইন: ড্যানিয়েলা ডমিঙ্গোস
- চিত্রায়ণ: মারিয়ানা কোয়ান

এই প্রজেক্ট সম্পর্কে

সাংবাদিকদের সুরক্ষায় নারীবাদী পদক্ষেপটি কেমন হতে পারে? এ থেকে কোন কোন বস্তুগত উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে? এবং এটি কি নারী[1] সাংবাদিকদের প্রাত্যহিক ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত ও উচ্চ মাত্রায় নির্দিষ্ট লিঙ্গমুখী যে নিপীড়ন সইতে হয়, সেটির সমাধান করতে পারবে?

সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীরা[2] তাদের অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো করার সময় বিশ্বজুড়ে হুমকি, নজরদারি, আক্রমণ, নির্বিচার গ্রেফতার, আটক, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের হাতে গুম আর খুনের শিকার হয়ে থাকেন, তবে নারী সাংবাদিকেরা সেগুলোর পাশাপাশি লিঙ্গ-ভিত্তিক হুমকি, সহিংসতা, নিপীড়ন আর হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন – তা সেটি তাদের কর্মস্থলে হোক বা প্রতিবেদন করার সময় অন্যান্য স্থানে অথবা অনলাইনে হোক। অন্যান্য সব সাংবাদিকদের মতো তাদেরও প্রতি নিয়ত ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক পরিবেশ মোকাবেলা করতে হয়; যার পাশাপাশি তাদেরকে লিঙ্গ -ভিত্তিক সহিংসতা, লিঙ্গ -ভিত্তিক বৈষম্য আর ‘ লিঙ্গ-ভিত্তিক সেন্সরশিপও’-এরও মোকাবেলা করতে হয়। বর্ণ, গোত্র, বয়স, যৌন অভ্যাস, যৌন বৈশিষ্ট্য, লিঙ্গ পরিচয়/অভিব্যক্তি আর ধর্মীয় বিশ্বাস (অন্যান্য আরো অনেক কিছুর মধ্যে)-এর উপর ভিত্তি করে একাধিক, পরস্পর-সম্পর্কিত বৈষম্যের মুখোমুখি হওয়া নারী সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকিগুলো কয়েকগুণ বেশি হয়ে থাকে।

বর্তমান নীতিমালা এবং রীতিগুলো – এমনকি যেগুলোকে “লিঙ্গ -সংবেদনশীল” হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে, সেগুলোও – নারী সাংবাদিকদেরকে এসব ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বুলেটপ্রুফ ভেস্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে, তবে এটি কোনো নারীকে নিউজরুমে থাকার সময় তাকে যৌন হয়রানি থেকে, তার গল্প অনলাইনে শেয়ার করার সময়কার নিপীড়ন থেকে অথবা তিনি কোনো অ্যাসাইনমেন্টের কাজে ভ্রমণ করার সময় গণপরিবহনে ঘটা লাঞ্ছনার থেকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারে না। কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থার এই ঘাটতির কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী সাংবাদিকরা নিজেরাই সেটির সমাধানে এগিয়ে এসে নিজেদের ও তাদের সহকর্মীদের নিরাপদে রাখতে সমাধান বের করেছেন। এই সমাধানগুলোতে নারীদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, যাপিত বাস্তবতা সুরক্ষা এবং সুরক্ষার চাহিদাগুলো সামনে ও কেন্দ্রে রেখে বহুমাত্রিক নারীবাদী পন্থাগুলো অবলম্বন করা হয়।

২০২১ সালে আর্টিকেল ১৯ এসব দৃষ্টি বহির্ভুত রীতিগুলোকে আরো দৃশ্যমান করতে বিশ্বজুড়ে নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষা সম্পর্কিত আমাদের বর্তমান কর্মসূচিগুলোর উপর ভিত্তি করে কাজ করতে শুরু করে। আমরা বিশ্বজুড়ে এবং নির্দিষ্টভাবে এশিয়ার তিনটি (বাংলাদেশ, নেপাল আর শ্রীলংকা) আর লাতিন আমেরিকার তিনটি (ব্রাজিল, চিলি আর প্যারাগুয়ে) দেশে নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে গবেষণা শুরু করি:

সাংবাদিকদের সুরক্ষার্থে নারীবাদী পদক্ষেপগুলো কেমন হতে পারে এবং সেগুলোর মাধ্যমে কী কী উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে?

আমাদের ফলাফলগুলোতে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ের নেটওয়ার্কগুলোতে কাঠামোগত পরিবর্তন, লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য ও সহিংসতার প্রচলিত ধরনগুলো মোকাবেলা, আর নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষা বৃদ্ধিতে নারীদের অসীম প্রচেষ্টাগুলো উঠে এসেছে। এসব কেস স্টাডিতে তুলে ধরা পদক্ষেপগুলো নারীবাদের সম্মুখ সারিতে কর্মরতদের সৃজনশীলতা ও সহনশীলতার সাক্ষ্য।

1. ভূমিকা

দেশের পটভূমিকা: বাংলাদেশ

আর্টিকেল ১৯-এর *বৈশ্বিক মতপ্রকাশ প্রতিবেদন ২০২২* – যা বৈশ্বিক মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর একটি বৈশ্বিক, ডেটা হতে তথ্যলব্ধ, বার্ষিক দৃষ্টিপাত – সেটাতে বাংলাদেশ ১০০-এর মধ্যে সামগ্রিকভাবে ১৩ GxR[3] স্কোর নিয়ে ১৬১টি দেশের মধ্যে ১৩১তম অবস্থানে রয়েছে এবং সংকটাপন্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০১১ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে দেশটি ১০ ধাপ পিছিয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এর দুই বছর পর সংসদে প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩ পাস করা হয়, যেটির মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়। তারপর থেকে প্রতিটি প্রশাসনের বিরুদ্ধেই সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে এই ধারাটি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারক আর ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারগণ ভিন্ন মত প্রকাশকারী সংবাদকর্মী, মানবাধিকার কর্মী আর সংবাদকর্মীদের মুখ বন্ধ করতে ও তাদের শাস্তি দিতে কুখ্যাত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ব্যবহার করেছেন। এই আইনটিতে 'দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট' আর 'আক্রমণশীলতা, ঘৃণা আর হিংস্রতা তৈরি' এর মত অপরাধগুলো অন্তর্ভুক্ত করা আছে। ২০২১ সালে এই আইনে ৪৪৩ ব্যক্তিকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়, যেগুলোর অধিকাংশই ছিলো 'মিথ্যা তথ্য'-এর ধারায়। ২০২২ সালের শুরুর দিকে একজন মন্ত্রী সর্বসমক্ষে স্বীকার করেন যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ধারাগুলোর অপপ্রয়োগ করা হচ্ছে।

কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস' (Committee to Protect Journalists, CPJ)-এর বৈশ্বিক মুক্তি সূচক ২০২১, যেটিতে কোনো দেশে অমীমাংসিত সাংবাদিক হত্যার ঘটনার সংখ্যা সেদেশের জনসংখ্যার কত শতাংশ, তা গণনা করা হয়ে থাকে, সেটিতে বাংলাদেশ ১১তম অবস্থানে আছে। কর্পোরেট মালিকানা আর রাজনৈতিক আনুগত্য প্রভাবিত সেক্টরটির এই আক্রমণাত্মক পরিবেশের কারণে সাংবাদিকরা অনেক সময় নিজ থেকে সেন্সরিং করে থাকেন।

২০২০ সালে কোভিড-১৯-এর মহামারীর কারণে মিডিয়া আউটলেটগুলো থেকে চাকরি হারানোর ফলে অবিশ্বাস্য পরিমাণে ১,৬০০ সাংবাদিক তাদের আয় হারিয়ে ফেলেন। এই ইন্ডাস্ট্রিটি এখনো মহামারীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নারী সাংবাদিকরা চাকরির নিরাপত্তা আর পেশাগত ঝুঁকির দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় থাকেন, যা অপর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থার ফলে হয়ে থাকে।

গ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং প্রজেক্ট রিপোর্ট ২০২০ অনুসারে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মধ্যে ৮৪% হচ্ছেন পুরুষ এবং ১৬% নারী। সংবাদপত্রের প্রতিবেদকদের মধ্যে ৫%, রেডিওর উপস্থাপকদের মধ্যে ৬৫% এবং টিভির উপস্থাপকদের মধ্যে ৭৭% নারী – তবে টিভির প্রতিবেদকদের মধ্যে এই হার মাত্র ২১%। তাদেরকে সংবাদের যে অংশগুলো কভার করতে দেয়া হয় তার বড় অংশই গৎবাঁধা লিঙ্গ নির্ভর; এক বিশ্লেষণ অনুসারে সরকার ও রাজনীতির মত বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিবেদন করা সাংবাদিকদের মধ্যে ৯৭% হচ্ছে পুরুষ, যেখানে নারী সাংবাদিকদের মধ্যে ২৫%-ই তারকা, শিল্পকলা আর মিডিয়া নিয়ে প্রতিবেদন করে থাকেন – আর তারচেয়েও

বড় কথা হচ্ছে, সম্পাদকের পর্যায় থেকে সিদ্ধান্তগুলো তাদের পুরুষ উর্ধ্বতন কর্মীরাই নিয়ে থাকেন। কম বেতন থেকে নিয়ে অসম সুযোগ আর যৌন নিপীড়ন সহ নানাভাবে মিডিয়া হাউসগুলোর ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য আর নারীদেরকে সুরক্ষিত রাখার মত নীতিমালার অভাবের কারণে নারী সাংবাদিকরা আরো বেশি পিছিয়ে পড়েছেন।

বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা

সব মিলিয়ে বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের উপর সহিংসতা বেশ প্রকট। ২০১৫ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সম্পন্ন করা এক জরিপে দেখা যায় যে, জরিপে অংশগ্রহণ করা বিবাহিত নারীদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সংখ্যক নারী বা মেয়েকে কখনো না কখনো তাদের সঙ্গীদের হাতে নির্যাতিত হতে হয়েছে এবং এদের মধ্যে ৭২% এই নিয়ে কখনোই কাউকে কিছু জানাননি। তারা কেন কাউকে কিছু বলেননি তা জিজ্ঞাসা করা হলে তাদের মধ্যে প্রায় ৪০% জানান যে, তারা সেটি করা প্রয়োজন বলে মনে করেননি।

তার উপর UNICEF-এর সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে এখন মধ্য-২০ বয়স যাদের, এমন বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে ৫০%-এরও বেশি নারীদের তাদের বয়স ১৮ হওয়ার পূর্বেই বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এদের মধ্যে প্রায় ১৮%-এর বয়স সে সময় ১৫ বছরের কম ছিল।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি

বাংলাদেশী নারীদের মধ্যে সব মিলিয়ে ৩২.৮% শতাংশ নারী কর্মস্থলে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন যেখানে ১০০ জন বাংলাদেশী নারী সাংবাদিকের উপর চালানো একটি জরিপে দেখা গিয়েছে যে, তাদের মধ্যে ৭১% শতাংশ কর্মস্থলে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। নাসিমুন আরা হক মিনু, বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র (Bangladesh Women Journalists Centre, BNSK)-এর প্রেসিডেন্ট আমাদের জানিয়েছেন যে, তাদের কাছে তাদের সদস্যদের কাছ থেকে আসা অভিযোগের বেশি ভাগই - বাজে মন্তব্য থেকে যৌন হেনস্তা - কর্মস্থলে যৌন হয়রানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট – তবে বেশির ভাগ নারীই আনুষ্ঠানিকভাবে কখনো অভিযোগ দেন না বা পুলিশের কাছে হয়রানির বিষয়ে জানান না, আর যারা কিনা সাহস করে প্রকাশ করে দেন, তাদেরক পুরুষ-প্রধান মিডিয়া শিল্প আর সমাজ বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করে।

এই হয়রানি আর বিচারের অভাব অভিযোগ প্রদান ব্যবস্থার অভাবে আরো জোরদার হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক, ড. কাবেরি গায়েন এবং আমাদের নতুন অর্থনীতি পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মাসুদা ভাট্টি আমাদেরকে বলেন যে, অনলাইন ও অফলাইন – উভয় ক্ষেত্রেই যৌন হয়রানির অভিযোগগুলো সমাধানের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ছাড়া কর্মস্থল নারীদের জন্য নিরাপদ করে তোলা অসম্ভব। নিজেদের সহকর্মী বা ঊর্দ্ধতনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর মত যথাযথ উপায় না থাকলে নারী সাংবাদিকদের হয় যৌন হয়রানি মেনে নিতে হবে নতুবা চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মিডিয়া হাউসেই লিঙ্গ সমতা বিষয়ক কোন নীতি বা যৌন হয়রানি বিষয়ক অভিযোগ প্রদানের ব্যবস্থা নেই। শীর্ষস্থানীয় একটি সংবাদপত্র লিঙ্গ সমতা বিষয়ক নীতি থাকার দাবী করলেও আর্টিকেল ১৯ সেখানে অনেক দিন কাজ করেছেন এমন তিনজন নারী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছে এবং তারা কেউই এমন কিছুর কথা জানেন না। মাসুদা ভাট্টি আমাদেরকে বলেন যে, এতে খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু নেই, কেননা এখনো মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীদের যোগদান পূর্ণ ইতিবাচকভাবে দেখা হয় না, তবে এই ধরনের নীতিমালার খুবই প্রয়োজন:

> ‘প্রতিষ্ঠানগুলোকে একই সঙ্গে কর্মস্থলে জোরদার বৈষম্যরোধী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা উচিত এবং তাদের সংস্কৃতিকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক করা উচিত। যথাযথভাবে তা করতে হলে [একটি] প্রতিচ্ছেদ ভিত্তিক নারীবাদী

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয় পর্যায়ে মিডিয়ায় অন্তর্ভুক্তিকরণ অধিকতর জরিপ আর অবিরাম গবেষণার প্রয়োজন।

ফারহানা নীলার গল্প

২০১৬ সালে ফারহানা নীলা, যিনি কিনা তখন একটি বেসরকারি টিভি স্টেশনের সিনিয়র প্রতিবেদক ছিলেন, তার ঊর্ধ্বতন কর্তা - স্টেশনের যৌথ সংবাদ সম্পাদক – তাকে একাধিক বার যৌন হয়রানি করার পর তিনি চাকরি হারান। তিনি তার অযাচিত যৌনতামূলক আচরণ আচরণের ভিডিও ধারণ করেন আর অভিযোগ করেন, এরপর তাকে বরখাস্ত করা হয়। একই প্রতিষ্ঠানে প্রায় এক যুগ ধরে কাজ করা আরেক সহকর্মীও নীলার এই অভিযোগে সমর্থন করার কারণে তার চাকরি হারান। এরপর এই দুইজন প্রতিবেদকের কেউই আর মূলধারার গণমাধ্যমে কোনো চাকরি পাননি।

অবশেষে নীলা তার বসের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মামলা করেছিলেন। টিভি স্টেশনটি এখনো সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এবং পুলিশও তাকে তলব করেনি তবে নীলা আদালতে তার মামলা লড়ে যাচ্ছেন।

তিনি একই সঙ্গে BNSK-এর কাছে এই হয়রানির সম্পর্কে জানান, যারা লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ২০১৯ সালে ১৬ দিনের কর্মসূচি পালনকালে দোষীর শাস্তি দাবী করে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে। BNSK দাবী করে যে, চারজন নারী সহ কমপক্ষে ১৮ জন সাংবাদিক একই নিউজরুমে একই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কারণে চাকরি হারিয়েছেন। জ্যেষ্ঠ নারী সাংবাদিকরা এই প্রতিবাদ সমাবেশে সহমর্মিতা প্রকাশ করে দোষীর শাস্তি দাবী করেন আর নারী সাংবাদিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরির আহ্বান জানান।

নীলার কেইসটিতে বাংলাদেশের নারী সাংবাদিকদের মধ্যেকার ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি; মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর পুরুষতান্ত্রিক নেতৃত্ব বরং অভিযুক্তদের শাস্তির সম্মুখীন করার চেয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে করা অভিযোগ আর রাজপথের বিক্ষোভ এড়িয়ে গিয়েছেন।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সুরক্ষা প্রক্রিয়া

সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধানে বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার কথা বলে দেয়া থাকলেও সেটাই চূড়ান্ত নয়; তা আইনে আরোপিত যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষাধীন। সংবিধানে নারীদেরকে ঘরের বাইরের কর্মকান্ডে সমান অংশগ্রহণ ও অধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়া হলেও অন্দরমহলে নারীদেরকে পুরুষদের সমান মনে করা হয় না; বিয়ের ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার আর বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের ভার আর উত্তরাধিকার ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত বিধিনিষেধগুলোর অধীনস্থ।

হয়রানির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের নির্দেশিকা

২০০৯ সালে যৌন হয়রানি মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয় ১৩ মে-তে, সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ নারী, মেয়ে ও কন্যাশিশুদের কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সকল জনসমাগমস্থলে সকল ধরনের শারীরিক, মানসিক বা যৌন হয়রানি প্রতিরোধের উদ্দেশ্য নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা প্রদান করে। এটি ছিলো বাংলাদেশে নারীদেরকে যৌন হয়রানির হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ এবং এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র এটিতেই দেশটির

আইনি কাঠামোর মধ্যে যৌন হয়রানির কথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

এই নির্দেশিকাটিতে অশালীন বার্তা থেকে নিয়ে ধর্ষণ পর্যন্ত যৌন হয়রানি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এমন আচরণ আর কাজকর্মের একটি তালিকা আছে এবং এতে একইসঙ্গে 'সুবিধা পাইয়ে দেয়ার নামে ভোগ করা (quid pro quo)' আর 'আক্রমণাত্মক কর্মপরিবেশ' তৈরি করে এমন আচরণগুলোর কথাও বলা রয়েছে। আদালত সকল কর্মস্থল আর প্রতিষ্ঠানে হয়রানির অভিযোগের তদন্ত আর যথাযথ পদক্ষেপ সুপারিশ করার জন্য কর্তৃপক্ষদেরকে পাঁচ সদস্যের একটি অভিযোগ বিষয়ক কমিটি তৈরি করতে বলেছেন, যার প্রধান হবেন একজন নারী এবং যার সদস্যদের বেশির ভাগই হবেন নারী। এতে একই সঙ্গে অভিযুক্ত আর অভিযোগ প্রদানকারীর নাম ও ঠিকানা প্রকাশেও নিষেধ করা হয়েছে যদি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

হাই কোর্ট এই মর্মে রুল জারি করে যে, যতদিন না পর্যাপ্ত ও কার্যকরী আইন পাস করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই নির্দেশনা আইন হিসেবেই মান্য করতে হবে এবং সরকারকে এই ধরনের আইন প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদান করে। তখন থেকেই BNSK মিডিয়া হাউসগুলোতে আদালতের নির্দেশনা কার্যকর করার জন্য অবিরাম দাবি জানিয়ে আসছে।

অগ্রগতিহীন গণমাধ্যম কর্মী আইন

বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা অনেকদিন ধরেই সাংবাদিকতার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে একটি সুরক্ষা কাঠামোর জন্য দাবি জানিয়ে আসলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই করা হয়নি। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে হওয়া একটি বৈঠকে মন্ত্রীপরিষদ গণমাধ্যম কর্মী আইন (চাকরির শর্তাবলী)-এর খসড়ার অনুমোদন পায়, যা কিনা ইলেকট্রনিক মাধ্যম সহ মিডিয়ার সকল কর্মীদের আইনগত সুরক্ষা প্রদান করবে। তবে এরপর আর এই আইন নিয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি।

বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলন

বাংলাদেশে নারী অধিকার বিষয়ক সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই যে "নারীবাদী" শব্দটি খাটে তা নয়; তবে একথা ঠিক যে তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি নিজেদের এমন শ্রেণিবিভাগ হোক তা চায় না, যদিও তারা নারীদের অবদমন মোকাবেলা করতে কাজ করছে। তবে, বাংলাদেশে নারীদের নিজেদের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস অনেক পুরনো, যার গোড়াপত্তন হয় সেই উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামের দিনগুলোতেই।

বৈচিত্র্য এবং প্রাণবন্ততা

বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে বৈচিত্র্যময়তা আর প্রাণবন্ততা। নারীবাদী কর্মী এবং নারী অধিকার সংগঠন সংখ্যায় কম হলেও বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে জড়িত থাকার মাধ্যমে তারা তাদের সরব উপস্থিতি জানান দিয়েছে – মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনের সময় রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন থেকে শুরু করে সরকারি নীতিমালায় সমান অর্থনৈতিক সুযোগ, সমান রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের আহ্বান, প্রজনন অধিকার, পারিবারিক-আইন সংস্কার এবং লিঙ্গ বিষয়াদিকে মূলধারা করে তোলা পর্যন্ত।

অগ্রগতি ও বাধাবিঘ্ন

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে, বাংলাদেশে নারী আন্দোলন প্রধানত শহুরে, পেশাজীবী, মধ্যবিত্ত নারীদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তারপর থেকে, এনজিও খাতের প্রসারের সাথে সাথে

এর সঙ্গে নানান বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্র থেকে আগত কর্মী-সংগঠকরা জড়িত হয়ে পড়েছেন। তবে, আন্দোলনের এই এনজিও-করণের কারণে এর লক্ষ্যগুলো ধীরে ধীরে বিকেন্দ্রীকৃত হয়ে গেছে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে, আজকের আন্দোলনটি তার স্থায়িত্বের প্রশ্নে বাস্তবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে, শুধু যে তরুণ কর্মীদের আকৃষ্ট করা এবং ধরে রাখার আবশ্যকতা দেখা দিচ্ছে তা-ই নয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের নারী গোষ্ঠীগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক তহবিল হ্রাস, আন্দোলনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের প্রতিক্রিয়া এবং চরমপন্থী গোষ্ঠীর উত্থানের কারণে রাজনৈতিক সক্রিয়তার পরিসর সংকুচিত হচ্ছে।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং কাঠামোগত বাধা সত্ত্বেও, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে নারীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে - মাতৃমৃত্যু ও প্রজনন হার হ্রাস থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা অর্জন, সরকারি চাকরিতে লিঙ্গ-ভিত্তিক কোটা প্রবর্তন এবং নারীর প্রতি সহিংসতাকে মোকাবেলা করার জন্য আইন প্রণয়ন। নারী আন্দোলন এই পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তবে, অগ্রগতির ধরনটি অসম এবং সেখানে কিছু লিঙ্গ বৈষম্য এখনও রয়ে গেছে - বিশেষ করে লিঙ্গ-ভিত্তিক ভূমিকা এবং শ্রমের লিঙ্গগত বিভাজনে। পরিবারে এবং সমাজে নারীরা এখনও অবৈতনিক পরিচর্যামূলক কাজের মূল দায় বহন করে চলেছে, যেখানে সারাদিন ধরে কাজ করতে হয় এবং অবসরের সময় একেবারেই থাকে না। যদিও নারীরা কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ করছে, তবুও চাকরির বাজার রয়ে গেছে আগের মতোই গৎবাঁধা; নারীদের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত পেশাগুলো প্রায়ই শিক্ষকতা, নার্সিং, গৃহস্থালি কাজ এবং গৃহ-ভিত্তিক উদ্যোক্তামূলক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এছাড়াও, আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পেলেও মূলধারার রাজনীতিতে লিঙ্গ সমতা খুব কমই রয়েছে।

মিডিয়ায় বৈচিত্র্য

বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিক প্রথা (অন্য যেকোনো জায়গার মতোই) শ্রেণি, ভৌগলিক অবস্থা ও ধর্মের সাথে একসূত্রে গাঁথা; গরিব ও গ্রামীণ পটভূমির নারীদের তুলনায় ধনী, শিক্ষিত, শহুরে নারীদের জন্য - সাংবাদিকতার পেশা সহ - জনপরিসরের পেশাগুলোতে প্রবেশ করা সহজ। সাংবাদিকতায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্ব খুবই কম, বিশেষ করে ঢাকার বাইরে। গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত সাংবাদিকরাও আক্রমণের শিকার হন বেশি; আর্টিকেল ১৯ লক্ষ্য করেছে যে, ২০২০ সালে যেসব সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন, তাদের মধ্যে ৭৭.৮% ছিলেন রাজধানীর বাইরের।

২০২১ সালের মার্চ মাসে, তাসনুভা আনান শিশির একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বাংলাদেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার সংবাদ উপস্থাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। বাংলাদেশের মিডিয়ার ইতিহাসে এই যুগান্তকারী ঘটনাটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে কভার করা হয়েছিল এবং বিপুল প্রশংসা পেয়েছিল। যদিও লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার এবং ইন্টারসেক্স (LGBTQI+) সমাজের অস্তিত্ব এবং তাদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখার বিষয়ে দেশের মিডিয়াগুলো দীর্ঘ নিরবতা ভেঙ্গে খুব একটা সরব হয়নি। দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৭-এ 'অস্বাভাবিক মিলন'-কে দণ্ডনীয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে – যা দ্বারা বিষমকামী শিশ্ন-যোনি সঙ্গম ব্যতীত অন্য সব ধরনের যৌন কার্যকলাপকে বোঝানো হয়েছে এবং যার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড – এবং ২০১৫ সালে, একজন শীর্ষস্থানীয় সমকামী কর্মী এবং একটি LGBTQI+ ম্যাগাজিনের সম্পাদককে ইসলামপন্থী চরমপন্থীরা কুপিয়ে হত্যা করেছে।

Fatulla
Pirojpur
Ferry

2. কেস স্টাডি

ভূমিকা

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য, আর্টিকেল ১৯ প্রথম ডেস্ক গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে দেশের সাংবাদিকদের সুরক্ষা ব্যবস্থা বুঝতে মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সাংবিধানিক কাঠামো এবং প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতি পর্যালোচনা করা হয়।

পরবর্তীকালে, LGBTQI+ এবং আদিবাসী সম্প্রদায় সহ সাংবাদিক, সম্পাদক, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং কর্মীদের সাথে ব্যাপক অনানুষ্ঠানিক আলোচনা এবং সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়, যাতে এদেশে যেখানে মিডিয়া স্টেকহোল্ডাররা এই বিষয়ে খুব কমই কথা বলে থাকে সেখানে নারী সাংবাদিকদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নারীবাদী পন্থা হিসাবে কোন বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে তা নির্ণয় করা যায়। এমনকি গবেষক নিজেও – একজন নারী সাংবাদিক যিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে কাজ করেছেন – তিনিও তাৎক্ষণিকভাবে এমন কোনো উদ্যোগের কথা ভাবতে পারেননি যা নারী সাংবাদিকদের কাজের পরিবেশকে উন্নত করতে পারে। বাংলাদেশের অন্যান্য নারী সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা থেকেও এই অসুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করা গেছে, যা ছিল এই গবেষণাটির একটি সীমাবদ্ধতা।

পুরো সাক্ষাৎকারটি অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছিল, যদিও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের একজন – BNSK সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনুর সাক্ষাৎকার দুইবার নেয়া হয়েছিল, একবার অনলাইনে এবং একবার ব্যক্তিগতভাবে, যাতে আমাদের কেস স্টাডিতে তুলে ধরা সংস্থাটিকে আরো ভালোভাবে বোঝা সম্ভব হয়।

সাক্ষাৎকারে প্রায় প্রত্যেকেই সারাদেশের নারী সাংবাদিকদের একত্রিত করা এবং তাদের সমস্যাগুলো সমাধানে নারীবাদী অবস্থানে থেকে কাজ করার একমাত্র সংগঠন হিসেবে BNSK-এর নাম বলেছেন। বাংলাদেশের প্রায় সব নারী সাংবাদিকই BNSK-এর সদস্য এবং এই সংগঠনটি বিবৃতি প্রকাশ করা, বিক্ষোভ করার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে সমান ও ন্যায্য আচরণের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে সংহতির ক্ষেত্রগুলোকে জোরদার করে চলেছে – এমনকি যেখানে আইনি ফাঁকফোকর এবং পদ্ধতিগত সমস্যা ন্যায়বিচারকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে সেখানেও।

এই কেস স্টাডিতে তাই BNSK-কে ফিচার হওয়া প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাছাই করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র
(Bangladesh Women Journalists Centre)

শুরু

BNSK বাংলাদেশের নারী সাংবাদিকদের জন্য একটি নেটওয়ার্কিং, প্রচারণা, প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং অনলাইন মিডিয়ার জন্য কাজ করা মহিলাদের সহায়তা ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এটি ২০০১ সালের ১৩ মার্চে প্রতিষ্ঠিত হয়।

BNSK-র প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে সারা বাংলাদেশের নিউজরুমগুলোতে মোটামুটি ১০০ জন মহিলা সাংবাদিক কাজ করতেন, যা তাদের পক্ষে এখনকার চেয়ে নিজেদের দাবি-অধিকার উত্থাপন করা আরো কঠিন করে তুলেছিল। সেই প্রেক্ষাপটেই, একদল নারী সাংবাদিক মনে করেন যে, এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ যা তাদের পেশাগত সমস্যাগুলোকে তুলে ধরবে।

লক্ষ্য ও দাবীসমূহ

BNSK ১৩টি মৌলিক দাবি উত্থাপন করেছে এবং ২০১৮ সাল থেকে তারা এগুলোকে নারী সাংবাদিকদের জন্য নিরাপদ এবং লিঙ্গ -বান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরির জন্য আবশ্যিক শর্ত হিসাবে উল্লেখ করে আসছে:

1. সমস্ত মিডিয়া সংস্থাকে তাদের সকল বিভাগে কমপক্ষে ৩০% নারী কর্মী নিয়োগ করা নিশ্চিত করতে হবে।
2. নারী সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী সাংবাদিকদের সমান সুযোগ দিতে হবে এবং প্রয়োজনে দেশ-বিদেশের সকল প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
3. নারী সাংবাদিকদের এগিয়ে যাওয়ার সমান সুযোগ দিতে হবে। কোনো বৈষম্য চলবে না।
4. নারীর প্রতি বৈষম্যের যেকোনো অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সব গণমাধ্যম সংস্থায় একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে।
5. দেশের আইন অনুযায়ী নারী সাংবাদিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হবে। এই ছুটির কারণে চাকরির জ্যেষ্ঠতা এবং পদোন্নতির ক্ষতি করা যাবে না।
6. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই মহিলাদের টয়লেট, বিশ্রামাগার এবং ব্রেস্টফিডিং কর্ণার থাকতে হবে।
7. প্রতিটি মিডিয়া সংস্থায় শিশুদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার থাকতে হবে।
8. প্রতিটি সংস্থাকে অফিসে যাওয়া-আসার জন্য নিরাপদ পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।
9. নারীদের নিয়োগ, তাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া, নিউজ বিট নির্বাচন করা বা প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না।
10. সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নারী সাংবাদিকদেরকে ছাঁটাই করা যাবে না।
11. প্রতিটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধ করার জন্য, ২০০৯ সালের মে মাসে হাইকোর্টের দেয়া রায় মেনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে (আগের

ধারাটি দেখুন)।

12. সকল মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই একটি আচরণবিধি থাকতে হবে যাতে সকল পুরুষ সহকর্মী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং নিয়োগকারীদের নারী সাংবাদিক ও কর্মীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তা লিপিবদ্ধ থাকবে।
13. সকল প্রতিষ্ঠানকে লিঙ্গ-সংক্রান্ত নীতিমালা থাকতে হবে।

BNSK-এর আরো দাবি হলো, যদি কোনো মিডিয়া সংস্থা উপরোক্ত আবশ্যকতা পূরণ না করে তাহলে সরকার তাকে সরকারি বিজ্ঞাপন সহ কোনো সুবিধা দেবে না। BNSK তথ্যমন্ত্রীর কাছে এই দাবিগুলো জমা দিয়েছে, কিন্তু এই লেখাটি প্রস্তুত করার সময় পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর ২০২২) তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।

নারীদেরকে প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ করা

BNSK উদ্দেশ্য ছিল মূলত সারা বাংলাদেশে নারী সাংবাদিকদের জন্য গবেষণা এবং সক্ষমতা-নির্মাণ কর্মশালা পরিচালনা করা। তবে, তহবিলের অভাবের কারণে শেষ পর্যন্ত এটি একটি প্রচারাভিযান সংগঠনে পরিণত হয়েছে, যারা কোনো নারী সাংবাদিক সহিংসতা বা বৈষম্যের শিকার হওয়া মাত্র, সেটি বাসায় বা কর্মক্ষেত্রে যেখানেই হোক না কেন, তার প্রতিবাদ করে। প্রকৃতপক্ষে, অসদাচরণকারী স্বামী, সহকর্মী বা ঊর্দ্ধতনদের বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষেত্রে নারী সাংবাদিকদের জন্য এটিই একমাত্র সহায়ক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি নারী সাংবাদিকদেরকে বৈষম্যমূলকভাবে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা এবং পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করে। বলতে গেলে, BNSK-ই একমাত্র সংগঠন যারা প্রকাশ্যে এই বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

নারীদেরকে প্রকাশ্য প্রতিবাদে একত্রিত করার মাধ্যমে BNSK নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্য, চাকরি থেকে ছাঁটাই এবং অন্যান্য ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। এটি প্রতিবাদের একটি পদ্ধতি হিসেবে নিয়মিত মানববন্ধন করে থাকে, যা মিডিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং নারী সাংবাদিকরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয় সেগুলোর বিষয়ে সচেতনতা বাড়ায়। এটি নারী সাংবাদিকদের পক্ষ হয়ে মিডিয়া ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথেও আলোচনা করে।

যদিও BNSK সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু এমন কোনো ঘটনার কথা মনে করতে পারেননি যেখানে হয়রানি করা বা চাকরি থেকে ছাঁটাই করার অপরাধে অভিযুক্ত কোনো অপরাধী তাদের প্রতিবাদের কারণে বিচারের সম্মুখীন হয়েছে, তবে তিনি নারীদের পক্ষে একত্রে মিলে আওয়াজ তোলার অন্তর্নিহিত গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং এই ঘটনাগুলো যাতে আড়ালে চলে না যায় তা নিশ্চিত করার উপর জোর দেন। এছাড়াও, তিনি BNSK প্রতিবাদ সম্পর্কে মিডিয়া রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে প্রতিভাত হয় যে, সংগঠনটি নারী সাংবাদিকদের প্রতি বৈষম্যের বিষয়ে দীর্ঘ নীরবতা ভাঙতে সাহায্য করছে।

বর্তমান মনোযোগ ও সীমাবদ্ধতাসমূহ

বর্তমানে, BNSK-এর প্রায় ১,০০০ সদস্য রয়েছে, যার মধ্যে সারা বাংলাদেশের নারী সাংবাদিকরা বিভিন্ন বিটে এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কাজ করছে। কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা সাংবাদিক ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে, BNSK দেশের নারী সাংবাদিকদের জন্য একমাত্র যৌথ দর কষাকষির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে।

BNSK তার সদস্যদের জন্য বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। এর ঐক্য ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর নারী সাংবাদিকদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি জোগায়। তবে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী সাংবাদিকরা আরো বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন তা অনুধাবন করা সত্ত্বেও, ঢাকার বাইরে প্রতিবাদের আয়োজন করা বা সহায়তা দেওয়ার মতো তহবিল বা কাঠামো সংগঠনটির নেই।

'[না]রীদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং তাদের হয়ে [আওয়াজ] তোলার প্রয়োজনীয়তা এখনও রয়ে গেছে যা কর্মক্ষেত্রে এবং [বাসায়] নারীর অধিকার সম্পর্কিত সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারে। ঘরে ও কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়নি।

এখানে চ্যালেঞ্জ হলো নারী সাংবাদিকদের পক্ষে সংগঠনের সাথে এবং এর দায়িত্বে সম্পৃক্ত থাকার জন্য হাতে সময় ও স্বাধীনতা খুবই কম। তবে, মহিলারা যখন সংকটে পড়েন তখন তারা সবচেয়ে নিঃসঙ্গ বোধ করেন। এখানেই BNSK সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছে। এটি হয়ে উঠতে পারে সঙ্কটে পড়া নারীদের জন্য আশ্রয় ও স্বস্তির জায়গা। এটি নারীদের অসমতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংহতি প্রদর্শনের জায়গাও তৈরি করেছে।'

– নাসিমুন আরা হক মিনু, সভাপতি, BNSK

BNSK জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করে, যেমন ইউনিসেফ, বাংলাদেশ উইমেন হেলথ কোয়ালিশন, বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, প্রিপ ট্রাস্ট, কেয়ার বাংলাদেশ, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী ও লিঙ্গ অধ্যয়ন বিভাগ। BNSK মাঝে মাঝে কানাডিয়ান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে এসেছে।

3. উপসংহার

এই প্রতিবেদনে নারী সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ মোকাবেলার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার উপায়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

ফলাফলগুলোতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কী কী করণীয় তা তুলে ধরা হয়েছে যাতে আরো বেশি নারীকে মিডিয়াতে ক্যারিয়ার গড়তে উৎসাহিত করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া যায়। মিডিয়ার কাজে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বিষয়বস্তু তৈরি করা স্বয়ং একটি ইতিবাচক লক্ষ্য। এটি বৈচিত্র্যময় এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রচারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ, উদাহরণস্বরূপ সমাজে নারীদের প্রকৃত অবস্থার সংবাদে প্রতিনিধিত্ব উন্নত করার মাধ্যমে।

অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য, নারী সাংবাদিকদের সংখ্যা এবং তাদের সংগ্রাম ও তাদের নিরাপত্তায় হুমকি সহ তারা যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়, তা সঠিকভাবে নথিভুক্ত করাও আবশ্যক।

তবে, বর্তমান পরিস্থিতি প্রমাণ্যকরণের বাইরে, চিহ্নিত কোনো ক্ষতি এবং উদ্বেগ দূর করতে এবং নারী সাংবাদিকদের জন্য এমন একটি ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে যেখানে তারা নিরাপদে কাজ করতে পারে এবং যেকোনো ধরণের সহিংসতার বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাসের সাথে আওয়াজ তুলতে পারে। সকল রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের একটি আদর্শ পেশাদারী পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো বুঝতে হবে এবং এই শর্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

সকল নারী সাংবাদিকদের জন্য একটি নিরাপদ কর্মস্থল তৈরি করতে তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ সমাধানে নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। নারীদেরকে শুধু কর্তৃত্বের পদে নিযুক্ত করাই শেষ কথা নয় বরং তাদেরকে লিঙ্গ-ভিত্তিক গৎবাঁধা কাজকর্মে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং যাপিত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কঠিন জবাবদিহিতার আওতায় আস্থাযোগ্য স্তরের ক্ষমতা প্রদান করা জরুরি।

উল্লেখ্য

1 আর্টিকেল ১৯ 'নারী' এবং 'পুরুষ' শব্দ দ্বারা সেইসব ব্যক্তিদেরকে বোঝায় যারা নিজেদেরকে অনুরূপ হিসাবে জানে।

2 জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির সাধারণ মন্তব্য ৩৪ অনুসারে, আর্টিকেল ১৯ সাংবাদিক এবং সংবাদকর্মীদের জন্য একটি কার্যকর সংজ্ঞা ব্যবহার করে: 'সাংবাদিকতা হলো এমন একটি কাজ যা পেশাদার পূর্ণকালীন রিপোর্টার এবং বিশ্লেষক, সেইসাথে ব্লগার এবং অন্যান্যরা যারা মুদ্রণ, ইন্টারনেটে বা অন্য কোথাও স্ব-প্রকাশনার ধরনগুলোতে নিযুক্ত রয়েছেন তারা সহ কর্মী-সংগঠকদের দ্বারা শেয়ার করা হয়'।

3 আর্টিকেল ১৯-এর গ্লোবাল এক্সপ্রেশন রিপোর্ট মেট্রিক (GxR মেট্রিক) সারা বিশ্বে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অনুসরণ করে থাকে। আমাদের ২০২২ সালের প্রতিবেদনে, ১৬১টি দেশের জন্য ১-১০০ স্কেলে মত প্রকাশের সামগ্রিক স্কোর তৈরি করতে ২৫টি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে প্রতিটি দেশকে নির্দিষ্ট অভিব্যক্তির বিভাগে স্থান দেয়া হয়েছে।

article19.org